কার্টুনিষ্ট প্রাণের প্রসিদ্ধ চরিত্র চাচা চৌধরী একজন বুদ্ধিমান মানুষ যার কাছে সব সমস্যার সমাধান থাকে। জুপীটারবাসী অসীম শক্তিমান সাবু চাচা চৌধরীর সাহায্যকারী। শক্তি আর বুদ্ধির এই অপূর্ব সংমিশ্রণ তোমাদের আনন্দ দেবে এ আমাদের একান্ত বিশ্বাস

প্রাণ

সুপ্রসিদ্ধ কার্টুনিষ্ট প্রাণের জন্ম বর্ত্তমান পাকিস্তানস্থিত কাসুর নামক এক ছোট গ্রামে হয়। ভারত বিভাজনের পর প্রাণের পরিবার গোয়ালিয়রে এসে বসবাস করেন। রাজনীতিতে এম.এ. এবং বোম্বাইয়ের সার জে. জে. স্কুল অফ আর্টস থেকে ফাইন আর্টের ডিপ্লোমা হাসিল করার পর ১৯৬০ সাল থেকে নিউ দিল্লীস্থিত দৈনিক মিলাপে তাঁর কার্টুনিষ্ট কেরিয়র শুরু হয়।

ঐ সময়ে সারা ভারতে বিদেশী কমিকস্ ষ্ট্রিপের একাধিপত্য ছিল। 'প্রাণ' সেই একাধিপত্যের অবসান করার উদ্দেশ্যে স্থানীয় সমস্যাবলির উপর আধার ক'রে ভারতীয় নরনারীদের নিয়ে ষ্ট্রিপস লেখা শুরু করেন। তাঁর লেখা "শ্রীমতীজী" একজন মধ্যবর্গের গৃহিণীকে নিয়ে লেখা কমিকস্ এলাহাবাদে প্রকাশিত হিন্দী পত্রিকা "মনোরমাতে" প্রকাশিত হচ্ছে। তাঁর অন্যান্য অত্যন্ত লোকপ্রিয় চরিত্রের মধ্যে 'বিল্লু', 'রমন', 'চাচা চৌধরী' আর 'পিন্‌কি'; এদের ষ্ট্রিপস সারা ভারতে পনেরোর অধিক ভাষাতে ভিন্ন ভিন্ন প্রমুখ পত্র পত্রিকাতে প্রকাশিত হচ্ছে।

ডায়মন্ড কমিকস্ ঃ ঐ সমস্ত ষ্ট্রিপসগুলিকে পুস্তকাকারে নতুন রূপ দিয়েছে।

১৯৮২ সালে 'প্রাণ' ঠিঠোলী পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন।

প্রাণের কমিক্‌সের চরিত্রাবলির লোকপ্রিয়তার রহস্য হ'ল এই যে তাদের কার্য্যকলাপ পাঠক পাঠিকাদের মনে এমন এক হাসির উৎস সৃষ্টি করে যা তাদের পড়বার আগ্রহ বাড়িয়ে তোলে। 'প্রাণ' বলেন—"বর্ত্তমান যুগে দৈনন্দিন জীবন যাপনে অত্যাধিক টেক্স এবং মূল্যবৃদ্ধির চাপের জন্য জর্জরিত ভারতবাসীদের মুখে যদি একটুও হাসি ফুটিয়ে তুলতে পারি তাহ'লেই আমি মনে ক'রব যে আমার উদ্দেশ্য সফল হ'য়েছে।"

প্রকাশক

Printed & Published by Narendra Kumar on behalf of Diamond Comics with arrangement of Best Photo Offset Printers 81, A Type DDA Shed, Okhla Phase-II, New Delhi & Jain Offset Printers 2864 Chail Puri, Kinari Bazar, Delhi 110006

Editor : Gulshan Rai

রাকার আক্রমণ
সাবান
BANK
একটা ট্যাক্সি বাজারের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল ।

ড্রাইভার! সামনের দোকানের সামনে গাড়ী দাঁড় করাও। কিছু জিনিষ কিনতে হবে।
আমার ছেলে পেছনের সীটে ঘুমোচ্ছে। ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রাখ। আমি কিছু কসমেটিকস্ কিনে এক্ষুনি আসছি।

ক্রীম আর বেবী পাউডার এখানে পেয়ে যাব।
দোকান
তখনই গাড়ীর ইঞ্জিন স্টার্ট হওয়ার শব্দ মহিলার দৃষ্টি আকর্ষন করল ।
গররর

হোটেল
GARMENTS
দোকান
আমার ছেলে! ঐ ট্যাক্সি ড্রাইভার আমার ছেলেকে নিয়ে পালাচ্ছে।

মায়ের চিৎকার শুনে দুজন যুবক ট্যাক্সির পেছু নিল।
ধরো! ধরো!

পুলিশ
ঐ ট্যাক্সিটার পেছু নাও!

তখনই বাচ্চাটা জেগে উঠল।
আমাকে আরও জোরে যেতে হবে।
আউ উ!!

আউ উ উ!!

আগে রাস্তা নেই, পেছনে পুলিশ।
রাস্তা বন্ধ।

পাহাড়ে চড়া উচিত।
TAXI

ও ওপরে গেছে। এসো!
POLICE

এ্যাঁ? পাহাড় শেষ?
আউ উ!!

ওখানেই দাঁড়াও! কেউ এগোলেই আমি এই বাচ্চাটাকে নীচে ফেলে দেব।

এই বাচ্চাটাকে জ্যান্ত দেখতে চাইলে আমাকে এক লাখ টাকা দাও।
আউ উ!
আমার ছেলে!

এই যে ভাই! পাহাড়ের ওপরে চেঁচামেচি কিসের?
এক পাগল একটা বাচ্চাকে বন্দী করে নিয়েছে আর একলাখ টাকা মুক্তিপণ চাইছে।
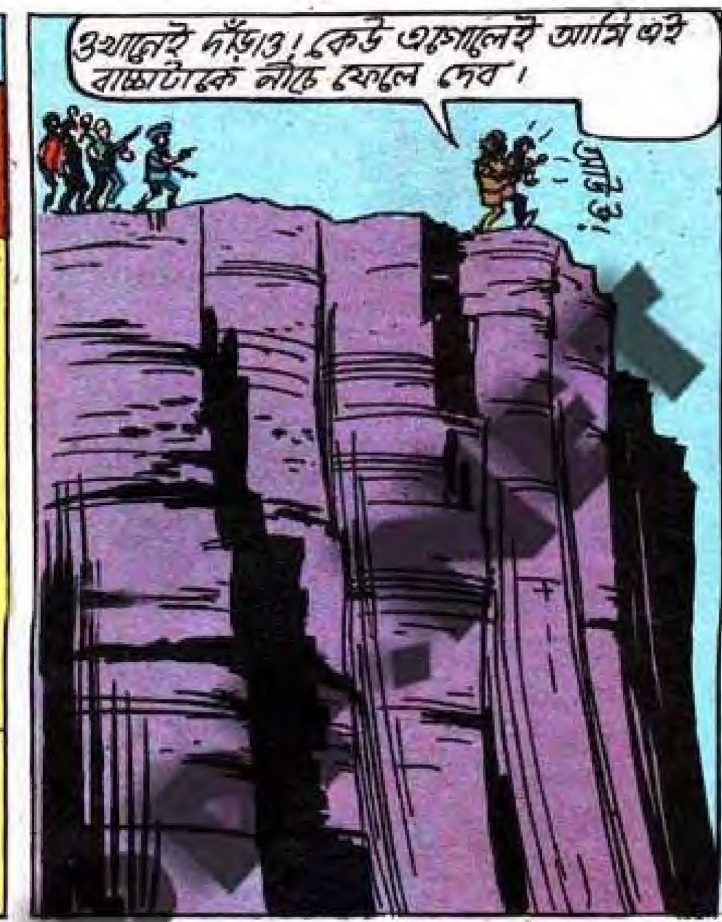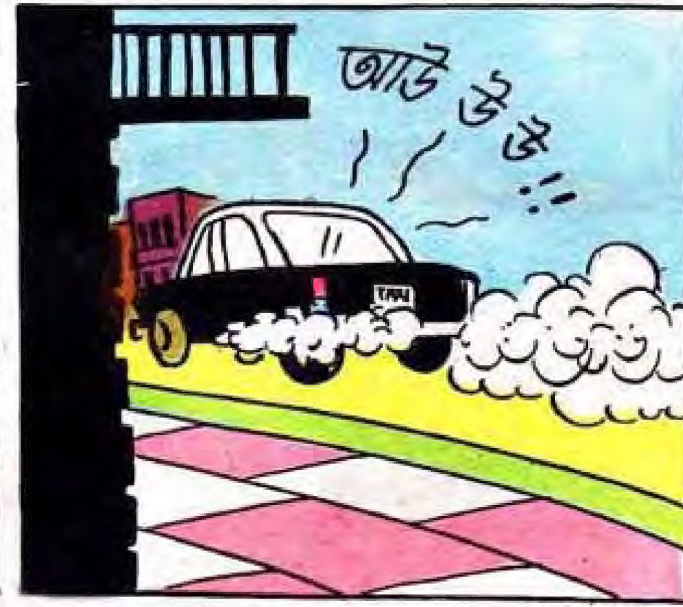
আমি ওপরে গিয়ে দেখছি।

আমি পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি। তোমরা আমার দাবী মেনে না নিলে আমি বাচ্চাটাকে পাহাড় থেকে ফেলে দেব
আমার ছেলে!

দাঁড়াও! আমি টাকা এনেছি

হো! হো!! তবুও একজনের মনে ছেলেটার প্রতি দয়া আছে।

এই ব্যাগে একলাখ টাকা আছে।

ও ব্যাগ খুলল। কড়কড়ে নোট দেখে ওর চোখ চমকে উঠল।

আমাকে আমার ট্যাক্সি পর্যন্ত যাবার জন্য বন্দুক চাই।
ইন্সপেক্টর! বাচ্চাটাকে বাঁচাতে এ ছাড়া আর কোন রাস্তা নেই।

এই নাও, বন্দুক!

যতক্ষন না আমি ট্যাক্সিতে বসছি, কেউ আমার পিছনে আসবে না।

তোমার বাচ্চা আর বন্দুক সামলাও। আমি চললাম।
আর সেই ডাকাত পালাল।

এক জায়গায়।
স্যার! সিনেমার দৃশ্য হল যে, আকাশে হেলিকপ্টারে হিরো আর ভিলেনের লড়াই হবে। কারেন্সী নোটের ব্যাগ খুলে গিয়ে সমস্ত টাকা আকাশে ছড়িয়ে পড়বে।
ডায়রেক্টর

ওই দৃশ্যের শুটিং-এর জন্য আমি চাচা চৌধুরী-কে নকল নোট আনতে বলেছি। ও এসে গেছে।
ডায়রেক্টর

বন্ধু! আমি দুঃখিত, আজকের শুটিং তোমাকে বন্ধ রাখতে হবে আমি ঐ নকল নোট এক পাগলকে দিয়েছি।
আসলেই চাচা চৌধুরীর মগজ কম্পিউটারের চেয়েও প্রখর।

তোমার সমস্ত নোটের জন্য চল্লিশ পয়সা দিতে পারি! দেব?
ঐ অপহরণ করতে গিয়ে আমার দুশো টাকার পেট্রোল পুড়ে গেছে।

উত্তর গোলার্ধে ভূগর্ভশাস্ত্র অধ্যয়ন করার জন্য একটা জাহাজ দাঁড়িয়েছিল।

স্যার, আমরা এখানকার মাটির কিছু নমুনা সংগ্রহ করেছি।
ভাল। ওগুলো সামলে রাখো। ল্যাবরেটরিতে ওগুলো পরীক্ষা করব।

এই বরফের টিলাটা অদ্ভুত লাগছে। এটাকে খোঁড়ো।
আর টিলার খননকার্য শুরু হল।

আহ্ হ্ হ্!
এটা কোন মানুষের আওয়াজ মনে হচ্ছে। আরও খোঁড়ো!
আর একটু পরে....
আহ্ হ্ হ্
আমার হাত বাঁধা।
এর বাঁধন কেটে দাও।

তুমি কে? এই বিপদ-সঙ্কুল জায়গায় কি করে পৌঁছল?
আমি রাকা.

আমি এই বরফে মোড়া জায়গায় কিভাবে পৌঁছিলাম--- আহ-- মনে পড়েছে...

"এ কীর্তি চাচা চৌধুরী আর সাবুর। ওরা আমার হাত-পা বেঁধে দিয়েছিল...."

তারপর সাবু আমাকে এখানে এনে ফেলে দিয়েছিল। আমি ঘুমিয়ে পড়ি। আমার ওপর বরফ পড়তে থাকে আর আমি বরফের নীচে চাপা পড়ে যাই।

আমার খিদে পেয়েছে।
জাহাজে এসো। ওখানে খাবার পাবে।
জাহাজে।
ব্যস, শুধু একটা পাঁউরুটি?
মিস্টার বাকা! জাহাজে খাবার সীমিত এবং আমাদের এখনো বেশ কিছু দিন যাত্রা করতে হবে।
আমি সবকিছু সহ্য করতে পারি কিন্তু খিদে সহ্য করতে পারিনা।
আরে র র! ও কী করছ?
আমি যদি তোমাদের সবাইকে সমুদ্রে ফেলে দিই, তাহলে সমস্ত খাবার আমি একাই খেতে পারব।
অকৃতজ্ঞ কোথাকার!

আ-আ হ্রি হ্রি হ্রি!
না! আমাদের ছেড়ে দাও!
তুমি ভাগ্যবান। জাহাজকে এশিয়ার দিকে নিয়ে যাবার জন্য একজনকে দরকার।

জাহাজ দক্ষিন পূর্ব দিকে কিছুদিন ধরে চলতে লাগল।
দূরে ডাঙ্গা দেখা যাচ্ছে।
রাকা! আমরা এশিয়া মহাদ্বীপের দক্ষিন দিকে পৌঁছে গেছি।
এটা সুখবর।
হ্যাঁ, ঐ যে ভারতবর্ষ। ওখানেই আমাকে যেতে হবে।
আচ্ছা, আমি চলি। সাঁতরে তীরে পৌঁছে যাব।
যাক, ঐ হিংস্র জংলীর হাত থেকে মুক্তি পেলাম।

কিন্তু যাবার আগে রাকা জাহাজে আগুন লাগিয়ে দিয়ে গেছিল!
আহ্ হ্! এ কী?
আর কয়েক মুহূর্তেই জাহাজ জলে তলিয়ে গেল।
হো! হো! হো!

এই শহরের লোকেদের ভাগ্য খারাপ, কারণ এখানে আমার পদার্পণ ঘটেছে।
আগে তেষ্টা মিটিয়ে নিই। বহুদিন পর মিষ্টি জল খেতে পেলাম।

ফুঃ রররর্
ফুররর!
ওহো! কোন্ অশিক্ষিত গেঁয়ো আমার ওপর জল ফেলল?
তুমি আমাকে গেঁয়ো বললে? তোমার জীবন শেষ!
!?
বাঁচাও!
লাইব্রেরী
ও লাইব্রেরীতে আসবে না।

মিস্টার গড়বড়ে! আপনি এবারে খুব তাড়াতাড়ি বই ফেরত দিতে এলেন?

রিডিং রুম
মনে হচ্ছে, ভূমিকম্প হচ্ছে।
ঘর দুলছে
কড়ড়ড়ড়!
প্রান বাঁচাও!

লাইব্রেরী
বাঁচাও!
পালাও!
এ কী বিপদ!
আহ্ তু!

ছুঁচোর দল! আমি তোদের সবাইকে মেরে ফেলব!

এ কোত্থেকে এসে পড়ল?
ক্র্যাচ্ চ!
ধপ্পপ!

হৃৎস্পন্দন থেমে গেছে বেচারা।

চাচাজী! এ লোকটাকে যে মেরেছে, সে শয়তান হল ও!

রাকা? মনে হয় ও উত্তর মেরু থেকে কোন ভাবে পালিয়েছে।
চাচা চৌধুরী! সাবু! তোমরা দুজনে আমার প্রবল শত্রু! আমি তোমাদের বর্শা দিয়ে গেঁথে ফেলবো।
বাঁচাও

সাবু একটা কাঠের তক্তা তুলে নিল।

রাকা নিজের বর্শা দিয়ে আঘাত করল।

আহ্ হ্! আমি ওটাকে আটকাতে পেরেছি।

রাকা পুরো শক্তি দিয়ে বর্শাটা টানবার চেষ্টা করল—
উ হ হ হ!
রাকা তুমি ফেঁসে গেছ!

সাবু খুব জোরে টান দিল আর রাকা লুটিয়ে পড়ল।
আউ উউ!

সাবু ওকে ধরে ফেলল।
এই নাও দড়ি। রাক্ষসটার হাত-পা বেঁধে দাও। ও যতক্ষন স্বাধীন থাকবে, ততদিন ও অপরের জন্য ঝামেলা হয়ে থাকবে।

আমাকে ছেড়ে দাও! আমাকে ছেড়ে দাও!

আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

যাও!
ছপাক্ কঃ!
© PRAN'S FEATURES

রাকা গভীর সমুদ্রে ডুবে যেতে লাগল।

যাক লোকেদের মন থেকে ভয় দূর হলো।
মাত্র কিছুদিনের জন্য।
তার মানে?

সাবু! রাকার মৃত্যু নেই। কারণ ও বৈদ্যরাজ চক্রমাচার্যের অদ্ভুত ওষুধ খেয়ে রেখেছে। বাঁধন খুলে যেতেই ও জল থেকে বেরিয়ে আসবে।

এর মানে রাকার অত্যাচার শেষ হওয়ার কোন উপায় নেই?

নিরাশ হয়োনা। সব সমস্যারই সমাধান থাকে। গুরু সামবোধির কাছে যাওয়া যাক।

চাচা চৌধুরীর বাড়ীতে।
পটবর্ধন! চাচা চৌধুরী প্রায়ই বাড়ীর বাইরে থাকে। যদি চোর আসে তাহলে একা মেয়েছেলে কি করতে পারবে?

করম চাঁদ! ও বাড়ীতে চুরি? অসম্ভব।

একবার এক চোর দেখল যে, চাচী স্নান করতে গেছেন। চোর রান্না ঘরের জানলা দিয়ে ভেতরে ঢুকল। তখনই সবাই দেখল যে, চোর যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে বাইরে পালাচ্ছে।

কেন?
চোরের হাত রান্নাঘরে রাখা গরম চাটুর ওপর পড়ে গেছিল।

হা! হা!!
যে চোরের এরকম ইচ্ছে হবে, সে চাচা চৌধুরীর বাড়ীতে ঢুকুক।

টোপন! চাচী বাড়ী খালি রেখে বাইরে যাচ্ছে, চুরি করার এটা সুবর্ণ সুযোগ।
আর ঐ কুকুর — রকেট?

ওকে আমি এই হাড় ছুঁড়ে ঠান্ডা করে দেব।
খোটন! রকেট নিরামিশাষী।

তার ব্যবস্থাও আছে।
নাও, পাঁউরুটি খাও!

বাপ্‌রে!
পালাও!
ভৌ! ভৌ!

একটু পরে চাচী ফিরে এল।
দিদি! মাটিতে পাঁউরুটি পড়ে আছে। তোমার রকেট ওটা খাচ্ছেনা?
একটু আগে আমি ওকে রাবড়ি খাইয়েছি। শুকনো পাঁউরুটি খেয়ে ও মুখের স্বাদ খারাপ করতে চায়না।

গুরু সামবোধি গভীর জঙ্গলে থাকেন আর কখনো শহরের দিকে আসেন না।

ওনার কি জংলী জানোয়ারের ভয় নেই?
মানুষ হল সবচেয়ে ভয়ংকর জীব।

গুরু সামগাধ
এসো, চৌধুরী! এবার তুমি অনেক দিন পরে এলে।
যতক্ষণ না প্রয়োজন পড়ছে, এই গভীর জঙ্গলে কে আসতে চাইবে?

ক্লান্ত হয়ে পড়েছ হয়তো! নাও পান কর।
আমি এরকম পানীয় আগে কখনো পান করিনি।
এটা মধু আর শিকড়-বাকড় দিয়ে তৈরী। এটা শক্তিবর্ধক আর মনে স্ফূর্তিও আনে।

এবার বল কি মনে করে এসেছ?

এক জন খারাপ লোক বড্ড উৎপাত শুরু করেছে। আমরা ওকে এমন জায়গায় বন্দী করতে চাই, যেখান থেকে ও বেরোতে না পারে।

পুরোন যুগেও রাক্ষসরা উৎপাত করত আর মুনি ঋষিদের তপস্যায় বাধা দিত। তখন সবার কষ্ট হত। আমি তোমাদের সাহায্য করব।
এই জঙ্গল এখনও সভ্যতার মুখ দেখেনি, তাই এখানে এমন গাছ আছে, যা কেউ কল্পনাও করতে পারবে না।
এই গাছটার গুঁড়ি ফাঁপা। আমরা ঐ রাক্ষসটাকে এর মধ্যে বন্দী করে ফেল।
রাকা বেরিয়ে না আসে?
এই গাছ যতটা মাটির ওপরে আছে, তার দ্বিগুন আছে মাটির নীচে। এর মধ্যে যে পড়বে, ও মাটির নীচে চলে যাবে।

আপাততঃ রাকাকে সমুদ্রের গভীরতা মাপতে দাও। কোনদিন ও জলের ওপরে এলে আমরা ওকে গাছের গুঁড়িতে ফেলে দেব।

ততদিন পর্যন্ত পৃথিবী সুরক্ষিত।

কিছু দিন পর্যন্ত রাকা সমুদ্রে ডুব লাগাতে থাকল। ওর পেটে নোনতা জল ঢুকে গেল। কিন্তু ও মরল না। কারণ ও অমর থাকার চমৎকারী ওষুধ খেয়েছিল।

এক বার ও সর্বশক্তি প্রয়োগ করল আর ওর হাত বাঁধন মুক্ত হয়ে গেল।

তারপর ও সাঁতার কেটে ওপর দিকে আসতে লাগল।

পালাও! সামুদ্রিক রাক্ষস!

আব্দুল দর্জি।
কি মিঁয়া? কি হয়েছে? ওভাবে চেয়ে আছ কেন?
আমার নতুন কাপড় চাই।

আব্দুল টেলার মাষ্টারের কাছে এ কাজ হবে না। কোন ডেকরেটরের কাছে যাও।

কি বললে? আমি 'না' শুনতে অভ্যস্ত নই।
আরেরে! মিঁঞা, ছাড়ো আমাকে! আমার হাড়গোড় গুঁড়িয়ে গেল।

আব্দুলের মেশিন আবার একবার চলতে শুরু করল।
তারপর-
তুমি সত্যিই ভাল দর্জি। দারুন ফিট করেছে।
আমার পুরস্কার!
তোমার পুরস্কার ওই যে, আমি তোমাকে প্রাণে মারলাম না।
আব্দুল টেলার মাস্টার
কাপড়ের দাম আর আমার মজুরী দুটোই মেরে দিল। ভগবান তোমাকে নরকে পাঠাবেন।
যখন আমি মরবই না, তখন কে আমাকে নরকে পাঠাবে?

TW
বিউটি পার্লার
HOTEL
fast FOOD
SOAP
STORE
রাতে শহরকে খুবই সুন্দর দেখায়।

বিপদ
৪৪০ ভোল্ট

ওহো! ইলেকট্রিকের যে তারটা ছিঁড়ে গেছিল, ও তাতে কারেন্ট খেয়েছে
বিদ্যুত বিভাগ

আশ্চর্য! তুমি এত শক্তিশালী শক খেয়েও বেঁচে আছ?

এটা তোমার অসাবধানতার ফলে হয়েছে। তোমার শাস্তি পাওয়া উচিত।
হুঁ হুঁ হুঁ!
আমি সমস্ত শহরের লাইট কেটে দেব।

যে তার গুলো শহরে বিদ্যুৎ যোগান দিচ্ছিল, সেই পর্যন্ত পৌঁছতে রাকা ওপরে উঠতে লাগল।
আর রাকা তারগুলো পচা সুতোর মত কাটতে লাগল,

সমস্ত শহর অন্ধকারে ডুবে গেল।
ওহো! এ কী?
লাইট চলে গেল।
সামনে পরীক্ষা! পড়ব কি করে?
রোগীর অপরেশান কি করে হবে।
হাসপাতা

বিদ্যুতের আফিসে-
ঘর্র! ঘর্র!
ক্রিং! ক্রিং
অভিযোগ

মুকিয়া ষ্ট্রীটে লাইট নেই।
ব্রেক ডাউন হয়েছে নাকি?
কখন আসবে?
সর্বনাশ!

পরের দিন।
চাচী! আজ কি পায়েস বানাচ্ছেন?
না! ফ্রিজ চলছে না। সমস্ত দুধ কেটে গেছে।

শহরে কোথাও লাইট নেই। শোনা গেছে এক বিশালাকার লোক বিদ্যুতের পোষ্ট ফেলে দিয়েছে।

বিশালাকার লোক?

সাবু! মনে হচ্ছে রাকা ফিরে এসেছে আর রাগের চোটে ও হৈ-চৈ ফেলে দিয়েছে, এবার ওকে বিরাট গাছের গুঁড়িতে বন্দী করতে হবে।

কিন্তু ওকে গভীর জঙ্গল পর্যন্ত নিয়ে যাব কি করে?
নিয়ে যেতে হবেনা, ও নিজেই ওখানে আসবে।

তুমি ওখানে পৌঁছও আর রাকাকে স্বাগত জানানোর জন্য প্রস্তুত হও।

আমি ঐ নিষ্ঠুর রাক্ষসের খোঁজে যাচ্ছি।

আরো আগে যেতে-
লোকেরা রাস্তা আটকে রেখেছে

মারো!
ধরো!
দেখিতো ব্যাপার কি?

পুলিশ সুপার চাচা চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করলেন।
ও শহরের বিদ্যুৎ ব্যবস্থা তছনছ করে দিয়েছে। বেশ কিছু জানোয়ার শক লেগে মারা গেছে। ওকে ধরা এক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।
দয়া করে ওকে আমাকে সামলাতে দিন।
চাচা চৌধুরী একটা বড় প্যাকেট নিয়ে এলেন
রাকা! বিদ্যুতের পোস্ট ভাঙা বন্ধ কর!
চাচা চৌধুরী? ছুঁচো! তোমার মত কষ্ট কেউ আমাকে দেয়নি। আমি তোমায় টুকরো-টুকরো করতে আসছি।
তোমার জুতো পুরোন হয়ে গেছে। আমার তরফ থেকে নতুন বুট গ্রহন কর। তারপর আমাকে মেরে ফেলো।

সত্যিই এবার আমার জুতোটা বদলে নেওয়া উচিত। চৌধুরী! আমাকে নতুন বুট পরিয়ে দাও।
নতুন বুটে রাকা পা গলাল
আ আ ইঁ ইঁ!
ও যন্ত্রনায় কাতরে উঠল।
ও নতুন বুট খুলে ফেললে তার ভেতর থেকে ডজন ডজন ছুঁচলো পেরেক বেরিয়ে এল, যা রাকার পা ক্ষত বিক্ষত করে দিয়েছিল।

ভুঁড়ে! আমি তোকে টুকরো টুকরো করে চিল শকুনকে খাওয়াব.
যদি আমাকে ধরতে পার তবেই না.
ও ল্যাংচাচ্ছে। জোরে দৌড়তে পারবে না।
গর্‌র্‌র!
ভাগ্য ভাল, গাড়ী স্টার্ট হয়ে গেছে।
চলন্ত গাড়ীর ওপর বাকা জোরদার আঘাত করল।
রাগে লোকে বিবেক হারিয়ে ফেলে। ও আমার পেছনে আসছে। প্ল্যান সফল হচ্ছে।
BANGLAPDF.NET

একজন ড্রাইভার খাবার খেয়ে গাড়ীতে উঠতে যাচ্ছিল।
ম্যাঁয় জাঁহ আমলা পাগলা দীবানা ইশ্‌তিসি বাত না জানা- - -
যদি তুমি তোমার প্রান বাঁচাতে চাও, তাহলে যা বলছি, তাই কর।
?
ঐ গাড়ীটার পেছু নাও। ওতে আমার শত্রু আছে।
ট্রাকের গতি বাড়াও! জোরে!... আরো জোরে!!
যতক্ষন না আমার কুড়ুল দিয়ে ওকে চিরে না ফেলছি, ততক্ষন শান্তি পাব না।
BANGLAPDF.NET

ওহো হ! সব্জীওয়ালা রাস্তা পেরোচ্ছে। ব্রেক কষতে হবে।
বেগুন! আলু! পিঁয়াজ! টম্যাটো!
তুমি ব্রেক কষলেই আমি তোমার গলায় কোপ বসাব!....

আগে এগোতেই—
ও গাড়ী দাঁড় করিয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়েছে।

রাগে কাঁপতে কাঁপতে রাকা জঙ্গলের গাছ কচু গাছের মত কাটতে লাগল।
ঠোক্কর খেয়ে চাচা চৌধুরী পড়ে গেলেন।

ওহো!
তোমার সমস্ত চালাকি এবার শেষ! তুমি এই মুহূর্তে মরতে চলেছ!
হু-হুরা!
অপেক্ষারত সাবু গাছ থেকে লাফাল—

ওহোহ্!
তুমি? ঠিক আছে! প্রথমে আমি ষাঁড়কে মারব, তারপর ছুঁচোকে শেষ করব।
রাকা বিদ্যুতের গতিতে কুড়ুল চালাল। সাবু ঝট্‌করে এক পাশে সরে গেল।
ও খুব দ্রুত আঘাত করে।
© PRAN'S FEATURES

ও সামলাবার আগেই রাকা সাপের ছোবল মারার মত আবার আঘাত হানল।
আ ব ব!
খজরাৎ
তারপর তৃতীয়বার! এবার কুড়ুল সাবুর মুখকে জখম করে গাছে আটকে গেল,
অসহ্য যন্ত্রণা সাবুর রাগের আগুনে যেন ঘি ঢেলে দিল,
সাবু যখন রেগে ওঠে, তখন অনেক দূরে কোথাও আগ্নেয়গিরি ফেটে পড়ে,
ধড়াক!
আউউউ!

এ কী করছ? আমাকে ছেড়ে দাও! আমাকে ছাড়ো।
সাবু! এই জংলী ভয়ংকর জানোয়ারকে এই বড় বস্তায় পুরে দাও!
সাবু যখন রাকাকে ছুঁড়ে ফেলল, তখন ও গুরু সামবোর্ধ এর তৈরী মজবুত বস্তায় ঢুকে গেল,
থপাক!

আমাকে বন্ধ কোরনা! আমাকে বন্ধ কোরনা!!
সাবু বস্তা ওঠাল
অত্যন্ত ভারী.
ওকে এই গর্তে ফেলে দাও.
গাছের ফাঁপা গুঁড়ির এই বস্তা নিয়ে নেবার ক্ষমতা আছে।
এই ফুটো দিয়ে ও মাটির নীচে গাছের শেকড় পর্যন্ত চলে যাবে।

সাবু একটা বড় কাঠের টুকরো তুলল
এই ফুটোটা বন্ধ করতে এটা কর্কের কাজ করবে।
রাকা ভেতরে লাফালাফি করছে, কিন্তু ও আর বাইরে আসতে পারবে না।
এসো যাওয়া যাক, তোমার চাচী খাবার নিয়ে অপেক্ষা করছে হয়ত।